তারিখ 21 NOV 2015
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৬

যুগান্তর

অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ

নর্থসাউথ ভার্সিটির তদন্ত রিপোর্ট পড়ে আছে মন্ত্রণালয়ে

যুগান্তর রিপোর্ট

নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) ট্রাস্টি বোর্ডের একশ্রেণীর সদস্যের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম-দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। বিভিন্ন অভিযোগের মধ্যে জমি কেনায় অনিয়ম, ভর্তি বাণিজ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থে নিয়মবহির্ভূতভাবে বিদেশ ভ্রমণ, চাপ প্রয়োগে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত ভিসিকে বিতাড়িত করার ঘটনা অন্যতম। সম্প্রতি ইউজিসির দুই সদস্যের একটি কমিটি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্ত চালায়। তারা এসব অনিয়মের তথ্য উদঘাটন করে। এছাড়া বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাহরিরের বই ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে রয়েছে বলেও তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

জানা গেছে, ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ইউজিসির তদন্ত দলের প্রতিবেদন এক মাস আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়। প্রতিবেদনে ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী ইউনিভার্সিটির তহবিল পরিচালনা, অননুমোদিত প্রোগ্রাম ও অবৈধ ভর্তি বন্ধসহ ৮ দফা সুপারিশ করা হয়। বিধান অনুযায়ী ইউজিসির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু এই দীর্ঘসময়েও প্রতিবেদনের আলোকে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হেলাল উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডে যারা আছেন তাদের অনেক বড় বড় জায়গায় সম্পর্ক আছে। যেহেতু আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো করতে চাই এবং সমস্যার সমাধান চাই, তাই সাবধানে আগাচ্ছি।'

উল্লেখ্য, তদন্ত দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. ইউসুফ আলী মোল্লা। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি যুগান্তরকে বলেন, আমাদের বক্তব্য প্রতিবেদনেই আছে। ইউজিসির প্রতিবেদনে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে গত বছর একটি হাউজিং কোম্পানির কাছ থেকে জমি কেনার সিদ্ধান্ত হয়। মোট অর্থের মধ্যে ২৫০ কোটি টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ তহবিল থেকে নিয়ে ব্যয়না করা হয়। অবশিষ্ট অর্থ ব্যাংক থেকে লোনের মাধ্যমে পরিশোধ করার কথা। এ বিষয়টিকে তদন্ত প্রতিবেদনে অনিয়ম হিসেবে মন্তব্য করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বিওটির সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে শিক্ষাচুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া সফর করেন। এই সফরের ব্যয় বহন করে বিশ্ববিদ্যালয়। এটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পরিপন্থী। এছাড়া বিওটি সদস্যরা সিটিং অ্যালাউন্সের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ নিচ্ছেন। এক একটি বৈঠকের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে নেয়া হয়। এ বিষয়ে তদন্ত দলের প্রশ্নের জবাবে ভারপ্রাপ্ত ভিসি ও ট্রেজারার জানিয়েছেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিওটি সদস্যদের সময়ের মূল্য অনেক বেশি। যানজট মোকাবেলা করে সভায় সময় দেয়ার জন্য তাদের প্রদেয় সম্মানী (অর্থ) খুবই নগণ্য।

তদন্ত প্রতিবেদনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বাণিজ্যের তথ্যও উল্লেখ করা হয়। এ ব্যাপারে বলা হয়, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষার্থী ভর্তি তথা ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ বহুদিন ধরেই রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়টির গ্রন্থাগারে নিষিদ্ধ বইও পাওয়া গেছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটি বলেছে, গ্রন্থাগারে এ ধরনের বই রাখা বেসরকারি আইনের ৬ (১০) ধারার লংঘন। এ কারণে গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত নিষিদ্ধ সব বই পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিতে সুপারিশ করা হয়। অভিযোগ আছে, চ্যান্সেলর নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আমিন উদ্দিন সরকারকে জোরপূর্বক সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

সুপারিশ : প্রতিবেদনের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধে সরকারের কাছে ৮ দফা সুপারিশ করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : এ বিষয়ে জানতে চাইলে এনএসইউ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে একটি মহল ষড়যন্ত্র করছে। উত্থাপিত সব অভিযোগ ভিত্তিহীন। যারা আমাদের বিরোধিতা করছেন, তারা এই অপপ্রচার চালাচ্ছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ৭৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কয়টিতে ইউজিসি তদন্ত করেছে? আমাদের বিরুদ্ধে তাদের এই ষড়যন্ত্র কেন? তিনি বলেন, ইউজিসির কেউ কেউ আমাদের কাছে সুবিধা চেয়েছিল। সুবিধা দেইনি বলে এখন আজাইরা কাজ করছে। আইনত তাদের এর (তদন্ত) কোনো এখতিয়ার নেই। তিনি দাবি করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমরা প্রয়োজনে জমি কিনেছি। জমির মালিকপক্ষ কম দামে জমি দিয়ে আমাদের ফেভার করেছে। জমি কেনার ব্যাপারে যিনি বলছেন তার মতামত নেই, তিনি তো বিওটির মিটিংয়ে ছিলেন না। মিটিংয়ে যারা ছিলেন তাদের সবার মতামতের ভিত্তিতেই জমি কেনার সিদ্ধান্ত হয়। কোনো বিওটি সদস্যকে অপর কোনো সদস্য কর্তৃক হুমকি দেয়ার কথা তিনি অস্বীকার করেন।